চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৮.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ সম্মেলনে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
গ্রাফিতি মোছার অভিযোগ ভিত্তিহীন, নির্বাচনকে সামনে রেখে অপপ্রচার চলছে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নগরীতে জুলাই আগস্ট বিপ্লবের গ্রাফিতি মুছে ফেলার অভিযোগকে “ডাহা মিথ্যা” ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি মহল “ঘোলা পানিতে মাছ শিকার” করার চেষ্টা করছে।সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং ও সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে মেয়র এসব কথা বলেন।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, জুলাই আন্দোলনের গ্রাফিতি মুছে ফেলার জন্য তিনি কখনো কোনো নির্দেশ দেননি এবং ভবিষ্যতেও দেবেন না। তিনি জানান, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনের অংশ হিসেবে চসিকের পরিচ্ছন্নতা বিভাগ নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় পরপর বিভিন্ন পিলার ও দেয়াল থেকে পোস্টার ব্যানার অপসারণ ও রং করার কাজ করে থাকে। টাইগারপাসসহ যেসব স্থানে রং করা হয়েছে, সেখানে মূলত পোস্টার দিয়ে ঢাকা ছিল এবং দৃশ্যমান কোনো গ্রাফিতি ছিল না।তিনি বলেন, জুলাই আগস্টের চেতনার বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি নিজে দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে আন্দোলন করেছি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামে প্রথম শহীদ ওয়াসিম আকরাম আমারই অনুসারী ছিল।মেয়র বলেন, কেউ গ্রাফিতি করতে চাইলে আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শৈল্পিক ও মানসম্মত গ্রাফিতি আঁকতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অর্থায়নের আশ্বাসও দেন। তিনি বলেন, অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখার চেয়ে পরিকল্পিত ও শৈল্পিক গ্রাফিতি শহরের সৌন্দর্য ও ভাবমূর্তি রক্ষা করবে।আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা সহায়তার প্রসঙ্গ তুলে ধরে ডা. শাহাদাত বলেন, ৪ আগস্ট যখন অনেক হাসপাতাল আহতদের নিতে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, তখন তিনি নিজ উদ্যোগে ট্রিটমেন্ট ও হলি হেলথ হাসপাতালে আহতদের ভর্তি করান। এছাড়া ৬ আগস্ট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। শহীদ পরিবারগুলোকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগিতা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।এনসিপির সাম্প্রতিক বক্তব্য ও কর্মসূচির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মেয়র বলেন, সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা ফায়দা লুটার জন্য এবং ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্যই তারা এই কাজ করছে।নিজের মেয়াদের বিষয়ে তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশে আইনগতভাবে তিনি বৈধ মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং বর্তমান আইনি কাঠামো অনুযায়ী তার মেয়াদ ২০২৯ সাল পর্যন্ত। তবে তিনি দ্রুত একটি অবাধ, সুষ্ঠু, প্রতিযোগিতামূলক ও উৎসবমুখর নির্বাচনের দাবি জানান।লালখান বাজার এলাকায় গত রাতে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, সংঘর্ষ এড়াতে তিনি নিজেই ঘটনাস্থলে গিয়ে কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, এই শহরটা সবার। আমরা একটি নিরাপদ ও সুন্দর শহর গড়তে চাই। সাংঘর্ষিক কোনো কিছুর জন্য আমরা আগ্রহী নই।বিকালে একই বিষয়ে মেয়র আবারও মিডিয়াকে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করেন। এসময় মেয়রের সাথে ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, সদস্য ইসকান্দার মীর্জা এবং কামরুল ইসলাম।এসময় মেয়র বলেন, গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার কোনো বক্তব্যে গ্রাফিতি অঙ্কনের বিরোধিতা খুঁজে পাবেন না। আমি বরং বলেছি, গ্রাফিতি হোক নান্দনিকভাবে, যাতে মানুষের নজরে পড়ে এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রামকে একটি "ক্লিন, গ্রীন, হেলদি ও সেফ সিটি” হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে সিটি করপোরেশন। টাইগারপাস এলাকা নগরীর প্রবেশমুখ হওয়ায় এখানে বিদেশি কূটনীতিক ও বিনিয়োগকারীরা আসেন। তাই এ এলাকার সৌন্দর্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই আগস্টের চেতনাকে ধারণ করে যারা গ্রাফিতি করতে চায়, তারা অবশ্যই করবে। আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী ও দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে এগুলো করলে শহরের সৌন্দর্য আরও বাড়বে।
তিনি জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী, গণঅধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা গ্রাফিতি করার বিষয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তিনি সবাইকে ইতিবাচকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।মেয়র বলেন, পুলিশ একটি আলাদা সংস্থা। তারা হোম মিনিস্ট্রির অধীনে কাজ করে। গত রাতের ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। আমরা আইনকে সম্মান করি এবং কাউকে সংঘাতে জড়াতে চাইনি।তিনি আরও বলেন, দুপুরে একটি ভিডিওতে পুলিশের সঙ্গে কয়েকজন তরুণীর বাকবিতণ্ডা দেখতে পেয়ে তিনি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার অনুরোধ জানান। পরে পুলিশ কমিশনার তাকে জানান, ঢাকা থেকে অনুমতি পাওয়ার পর ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ডা. শাহাদাত বলেন, যারা গ্রাফিতি করতে আগ্রহী তারা অবশ্যই করবে, তবে সেটা যেন দৃষ্টিনন্দন হয় এবং কাউকে অযথা দোষারোপ বা মিথ্যাচারের মাধ্যম না হয়। আমরা সম্প্রীতি, ঐক্য ও সাম্যের শহর গড়তে চাই। কোনো ধরনের অনিরাপত্তা বা বিভাজনের রাজনীতি আমরা চাই না। সবাই মিলে নিরাপদ ও সুন্দর নগর গড়ে তুলতে হবে।মেয়র আরও বলেন, নগরীর বিভিন্ন পিলার ও দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে নোংরা করা হয়েছে। যেসব জায়গায় পুরনো গ্রাফিতির ওপর পোস্টার লাগানো হয়েছে, সেসব স্থান পরিষ্কার করে নতুন করে গ্রাফিতি আঁকার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি সবসময় ভালো উদ্যোগের পাশে থাকব। প্রয়োজন হলে আর্থিক সহযোগিতাও করব।সোমবার সন্ধ্যায় তিনি টাইগারপাস এলাকায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গ্রাফিতি অংকন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় শিক্ষার্থী, তরুণ শিল্পী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, দেশপ্রেম, সততা ও সচেতনতা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। আমাদের সন্তানদের মধ্যে এই মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। তারাই ভবিষ্যতে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সুস্থ ও নিরাপদ চট্টগ্রাম নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।সোমবার কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড কিসিঞ্জার চাকমা'র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুল হক খান, অধ্যক্ষ আবু তালেব চৌধুরী বেলালসহ কলেজের গভনিং বর্ডির সদস্যবৃন্দ।মেয়র শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের শিশুদের এখন থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কোথায় ময়লা ফেলতে হবে, প্লাস্টিক ও পলিথিন কীভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে—এসব শিক্ষা শিশুদের মাধ্যমেই সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, একটি টেকসই উন্নত শহর গড়তে সচেতন নাগরিক তৈরি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।মেয়র আরো বলেন, তোমরা যেখানে যাবে, সেখানেই বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করবে। দেশপ্রেম ও সততার চেতনা নিয়ে তোমরা বড় হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মতো নেতৃত্বের অনুপ্রেরণা তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, যিনি দেশপ্রেম ও সততার মাধ্যমে একটি দুর্বল অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

চট্টগ্রামে ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
১০ লাখ কর্মসংস্থান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অঙ্গীকার

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতি ৬ জন বাসিন্দার মধ্যে ১ জনের কাছে ব্র্যাকের সেবা পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি, দুর্যোগ ও সঙ্কট মোকাবিলা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (ওয়াশ), জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, অভিবাসন এবং দক্ষতা উন্নয়নসহ নানাক্ষেত্রে এসব সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছরে ব্র্যাক সারা দেশে ১০ লাখ মানুষের কর্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি নারী ও যুবসমাজকে কেন্দ্র করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে।চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত ১৫ হাজার ৯৮৪ জন কর্মী ব্র্যাকের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছেন, এদের মধ্যে ৩৭ শতাংশই নারী। এই বিভাগে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৯১৫টি কার্যালয় এবং সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগের ৩৯টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এসব কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।চট্টগ্রাম বিভাগে ব্র্যাকের ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। সোমবার, ১৮ মে ২০২৬ তারিখে নগরীর স্থানীয় একটি হোটেলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন। ব্র্যাকের অ্যাডভোকেসি, কমিউনিকেশনস ও এনগেজমেন্ট-এর উর্ধ্বতন পরিচালক কেএএম মোর্শেদ চট্টগ্রাম বিভাগে ব্র্যাকের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা এবং সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে তাদের বক্তব্য ও মতামত প্রকাশ করেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন চট্টগ্রামকে সাসটেইনেবল সিটি বা টেকসই নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্র্যাককে সহায়তার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নগরীর বর্জ্য ব্যস্থাপনা কার্যক্রমে ব্র্যাক সিটি করপোরেশনকে সহায়তা দিতে পারে। এছাড়া কিশোর গ্যাং, মাদক এবং সন্ত্রাসের মতো সামাজিক ব্যাধী থেকে রক্ষায় কিশোর ও তরুণদের জন্য খেলার মাঠ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। ব্র্যাকের উর্ধ্বতন পরিচালক কেএএম মোর্শেদ বলেন, ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের ৮০ ভাগের বেশি নিজেদের অর্থায়নে পরিচালিত হয়, দাতাদের সহায়তা ১৮ থেকে ১৯ ভাগ। ব্র্যাক তাই নিজেদের সিদ্ধান্তেই দেশ ও মানুষের প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক যে কোনো কাজ হাতে নিতে পারে। এ জন্য কারো অনুমোদন বা পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। ব্র্যাকের বিস্তৃতি আজ বিশ্বজুড়ে, তবে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার বাংলাদেশ এবং দেশের মানুষ। ব্র্যাকের জন্ম বাংলাদেশে, এটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, ব্র্যাকের অন্যতম দর্শন হচ্ছে, মানুষের ভেতরের অমিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা এবং তা এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করা। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পাঠান মোঃ সাইদুজ্জামান (শিক্ষা ও আইসিটি) বলেন, সরকারের পর যে প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূলে সবচেয়ে বেশি সুসংগঠিত, সেটি হচ্ছে ব্র্যাক। ব্র্যাকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ যুব সমাজ গড়ে তোলার পরামর্শ দেন তিনি। চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশের ৭০ ভাগ মৃত্যুর কারণ হচ্ছে অসংক্রামক রোগ। এ থেকে পত্রিাণ পেতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হেলথ এডুকেশন বা স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন, যেখানে ব্র্যাক এগিয়ে আসতে পারে। চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত উপ মহাপরিদর্শক মোঃ নাজিমুল হক বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পচ্ছিন্নতাসহ নানা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে এনজিওগুলো

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সেই ধারাবাহিতা রক্ষার জন্য তিনি ব্র্যাকসহ দেশের সকল এনজিওর প্রতি আহ্বান জানান। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রামের বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য, ডা. শেখ ফজলে রাব্বি, চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ্য মুহাম্মদ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, পাবলিক প্রসিকিউটর মফিজুল হক ভূঁইয়া, নারী উদ্যোক্তা সুলতানা জাহান, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহিদুল করিম কচি এবং এনসিপি-র চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইফরাত ইব্রাহিম প্রমুখ।

ব্র্যাকের সমন্বিত কর্মসূচির সিনিয়র ম্যানেজার আঞ্জুমান আরা বেগম চট্টগ্রামে বিভাগে ২০২৫ সালে ব্র্যাকের কর্মসূচিগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ হাজার ৫০৭টি অতি-দরিদ্র পরিবার আর্থিক সহায়তা পেয়েছে এবং ১০ হাজার ৩৯৪টি পরিবার অতিদারিদ্র্য থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু-সহনশীলতা বিষয়ে সহায়তা পেয়েছেন ৯ হাজার ৪৬৪ জন এবং ৪৭১জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়তা পেয়েছেন। মাইক্রোফাইন্যান্সের আওতায় আর্থিক সেবা পেয়েছেন ২৭ লাখ ৭০ হাজার মানুষ। ১৪ লাখ ১৩ হাজার ৯৬৫ জন সদস্যের মধ্যে ৮৯.৮ শতাংশ নারী। এছাড়া ১ হাজার ১৭৬ জন বেকার যুবককে উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ২ লাখ ৩ হাজার ৮২২ জন সেবা পেয়েছেন। এছাড়া ১৩ হাজার ৬৬৬ জন গর্ভবতী নারী পূর্ণাঙ্গ প্রসবপূর্ব সেবা পেয়েছেন এবং ৭ হাজার ২১৩টি নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা হয়েছে। ৩৮ হাজার ৬০৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা এবং ১০ হাজার ১১৯টি চশমা বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহনশীলতা, নারী ও পুরুষের সমঅধিকার, সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্র্যাকের গত এক বছরের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮